প্রথম আলো

তারিখ 30 APR 2014
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

রাজনীতিমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে ছাত্রলীগের ধর্মঘট

নিজস্ব প্রতিবেদক, কুমিল্লা ●

রাজনীতিমুক্ত কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত হলের ছাত্রলীগের সভাপতি ও লোকপ্রশাসন বিভাগের স্নাতকোত্তর শ্রেণির শিক্ষার্থী ইলিয়াস হোসেন ওরফে সবুজের মুক্তির দাবিতে ছাত্রলীগের ডাকা অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটের কারণে ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ রয়েছে। গত রোববার থেকে গতকাল বুধবার পর্যন্ত টানা চার দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ধরনের ক্লাস ও পরীক্ষা হতে দেননি ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। এতে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তত চারজন শিক্ষক জানান, ২৪ এপ্রিল দুপুর ১২টা ১০ মিনিটে ইলিয়াসকে র‍্যাব-১১ কুমিল্লার সদস্যরা কোটবাড়ি এলাকার ময়নামতি জাদুঘরলাগোয়া শালবন বৌদ্ধ বিহারের একটি পিকনিক স্পট থেকে গ্রেপ্তার করে। ওই ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা গত রোববার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ছাত্র ধর্মঘট শুরু করেন। এতে এ পর্যন্ত গত চার দিনে ১৫টি চূড়ান্ত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। এ ছাড়া একাডেমিক ভবনে তালা থাকায় কোনো শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করতে পারেনি। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম ভেঙে পড়েছে। ২০১৩ সালের ডিসেম্বর থেকে এ পর্যন্ত এটিই বড় ধরনের আন্দোলন।

> প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ বিশ্ববিদ্যালয় 'রাজনীতি' ও 'ধূমপান' মুক্ত। কিন্তু ২০০৯ সাল থেকে ছাত্রলীগ এখানে রাজনীতি শুরু করে। এর পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি বিভিন্ন সময়ে অশান্ত হয়ে ওঠে

এদিকে গতকাল বুধবারও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ মিছিল করেন। তাঁরা ইলিয়াসকে গ্রেপ্তারের পেছনে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমানের ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে দাবি করেন।

জানতে চাইলে ইলিয়াস মুক্তি পরিষদের সদস্যসচিব ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মো. মাসুদুর রহমান বলেন, 'মাহমুদুর রহমানের যোগসাজশে ইলিয়াসকে গ্রেপ্তার করানো হয়। ছাত্রলীগের আহ্বায়ক পদবি ব্যবহার করে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে দরপত্র নিয়ন্ত্রণ করেন। এ কারণে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ।' তবে এ ব্যাপারে মাহমুদুর রহমানের মুঠোফোনে যোগাযোগ করেও তাঁর বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক সৈয়দ শাহরিয়া মাহমুদ বলেন, ইলিয়াসের জামিনের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে উদ্যোগ নিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত ও বিশ্ববিদ্যালয় অস্থিতিশীল রাখার জন্য মাহমুদুর রহমান র‍্যাবের হাতে ইলিয়াসকে তুলে দেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে সংকট বেড়েছে। শান্ত ক্যাম্পাসে সেশনজট বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর মোহাম্মদ আইনুল হক বলেন, আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের কর্মসূচি প্রত্যাহার করার জন্য বলা হয়েছে। কর্মসূচি প্রত্যাহার করা না হলে প্রশাসন বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নিতে পারে।

২০০৭ সালের ২৮ মে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ বিশ্ববিদ্যালয় 'রাজনীতি' ও 'ধূমপান' মুক্ত। কিন্তু ২০০৯ সাল থেকে ছাত্রলীগ এখানে রাজনীতি শুরু করে। এর পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি বিভিন্ন সময়ে অশান্ত হয়ে ওঠে।